জীবন বীমা কর্পোরেশন

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সংক্রান্ত আহবায়ক কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, জীবন বীমা কর্পোরেশন

সভার তারিখ : ১৪ অক্টোবর, ২০১৯, রবিবার, সময়: সকাল ১১.০০ ঘটিকা

সভার স্থান : এক্সিকিউটিভ কনফারেন্স রুম, প্রধান কার্যালয়

উপস্থিতি তালিকা : পরিশিষ্ট-ক মুজিব বর্ষ **উদযাপন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।**

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বীমা প্রতিষ্ঠানে তাঁর কাজ করার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আগামী ২০২০ সালে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপিত হবে এবং বছরব্যাপী জাতীয়ভাবে উদযাপিত অনুষ্ঠানসমুহের সাথে জীবন বীমা কর্পোরেশন বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদে ভূমিকা রাখবে। তিনি আরো বলেন, বছরব্যাপী কর্মপরিকল্পনাসমূহকে সুবিন্যস্ত করতে হবে। এছাড়া, আগামী বছর থেকে ১ মার্চকে জাতীয় বীমা দিবস ঘোষণার প্রক্রিয়ায় রয়েছে মর্মে জানা যায়। এ দিবসটিও যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হবে। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় বীমা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের নিমিত্ত গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহের ব্যয়ের প্রাক্কলন, প্রাক্কলনের যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা ও বিবরণ থাকতে হবে। অতঃপর, তিনি জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনকল্পে ১ম সভায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনাসমূহের উপর ধারাবাহিক আলোচনার জন্য সভায় উপস্থিত সকলকে আহবান জানান। সদস্য-সচিব কর্মপরিকল্পনাসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন।

২.০ আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে কর্মপরিকল্পনাসমূহের উপর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। ১ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠেয় জাতীয় বীমা দিবসের অনুষ্ঠানসমূহে জীবন বীমা কর্পোরেশন অংশগ্রহণ করবে। এছাড়াও জাতীয় বীমা দিবসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২ মার্চ একজন বীমা ব্যক্তিত্ব/সিনিয়র সচিবের উপস্থিতিতে সেমিনার করা হবে। পূর্ব থেকেই সেমিনারের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ডিভিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২। প্রস্তাবিত 'বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন পেনশন বীমা স্কীম' ১ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ এর পূর্বেই চালু করার কার্যক্রম সম্পাদন করে এর মাধ্যমে নতুন নতুন গ্রাহক সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের টেকনিক্যাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২য় পাতায় দ্রষ্টব্য।

৩। জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে মিল রেখে ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ব্যানার, ফেস্টুনসহ র‌্যালি নিয়ে প্রধান কার্যালয় থেকে ৩২ নং ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হবে। অতঃপর, একই দিনে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ ও কর্মের উপর আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হবে। এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল প্রধান কার্যালয়ে (ঢাকা রিজিওনাল অফিসসহ) এবং অন্য ৭টি রিজিওনাল অফিস পৃথকভাবে অনুরূপ অনুষ্ঠান পালন করবে। এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন ডিভিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪। বীমাগ্রাহকদের যাবতীয় সেবা কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ১ মে, ২০২০ খ্রিঃ থেকে ১৫ মে, ২০২০ খ্রিঃ পর্যন্ত গ্রাহক সেবা পক্ষ এবং জীবন বীমার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হবে। এই সময়ে বীমা দাবীর বিভিন্ন প্রকার চেক বীমা গ্রাহকগণকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রদান করা হবে। সেবা পক্ষ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়সহ সকল রিজিওন, কর্পোরেট সেবা দপ্তর, সেলস এবং শাখা অফিসসমূহ জাতির পিতার ছবি, পোস্টার, ফেস্টুন, বেলুন ইত্যাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হবে। এ সময় সেবা নিতে আসা বীমাগ্রহীতাগণের মধ্যে যারা প্রতিবন্ধি ও সিনিয়র সিটিজেন তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে। সেবা পক্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই সম্ভব হলে সকল রিজিওনাল অফিসে সেবা প্রত্যাশীদের সিরিয়াল নম্বরের টোকেন নেয়ার মেশিন বসানোসহ টোকেন নাম্বারের ডিসপ্লে স্থাপন করতে হবে। সকল সেবা প্রদানকারী অফিস গুলিতে সেবা সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত সিটিজেন চার্টার আপগ্রেড করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন সিটিজেন চার্টার লাগাতে হবে। গ্রাহক সেবা পক্ষ পালনের বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ডিভিশন এবং সিটিজেন চার্টার আপগ্রেড করার বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন বিভাগ ও সংস্থাপন বিভাগ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। বীমাগ্রহীতাগণের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন অর্থাৎ যাদের মরণোত্তর দাবী পরিশোধিত হয়েছে সেসব পরিবারের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তাদের মেধাবী সন্তানগণের মধ্যে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এদের মধ্য থেকে বাছাই করে সর্বমোট ৫০(পঞ্চাশ) জনকে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম রিজিওনে ১০জন করে এবং অন্যান্য প্রতি রিজিওনে ৫ জন করে) প্রতি পরিবারে ১ জনকে পরবর্তী ৫ বছর অর্থাৎ স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত অধ্যয়নকালে প্রতিমাসে টাঃ ১,০০০/- (টাকা এক হাজার মাত্র) বৃত্তি প্রদান করা হবে। এ কার্যক্রমে ৫ বছরে সর্বমোট টাঃ ৩৫,০০,০০০/- (টাকা পয়ত্রিশ লক্ষ মাত্র) ব্যয় হবে। জুলাই, ২০২০ মাস হতে এ বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ও টি.এ ডিভিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬। ১০ দিলকুশাস্থ জীবন বীমা টাওয়ার ভবনের মূল ফটকে বঙ্গবন্ধুর একটি ম্যুরাল তৈরীসহ টাওয়ার ভবনকে "বঙ্গবন্ধু জীবন বীমা টাওয়ার ভবন" নামকরণ করা হবে। ম্যুরাল তৈরীর ক্ষেত্রে স্পন্সর পাওয়া গেলে স্পন্সরের সহায়তায় ম্যুরাল তৈরী করা হবে। স্পন্সর পাওয়া না গেলে নিজস্ব অর্থায়নে ম্যুরাল তৈরী করতে হবে। একই সাথে এ ভবনের নিচতলায় একটি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত প্রিমিয়াম কালেকশন বুথ স্থাপন করা হবে। এ কার্যক্রম ১৫ আগষ্ট, ২০২০ খ্রিঃ এর পূর্বেই শেষ করতে হবে এবং ঐ তারিখে ম্যুরালসহ ভবনের নামকরণ ও প্রিমিয়াম কালেকশন বুথ এর ফলক উন্মোচন করা হবে। ম্যুরাল ও বুথের ডিজাইন তৈরীসহ যাবতীয় কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের প্রকৌশল ও সম্পত্তি ডিভিশন গ্রহণ করবে।

৩য় পাতায় দ্রষ্টব্য।

৭। মুজিব বর্ষ উপলক্ষে ঢাকা রিজিওনাল অফিসের দ্বিতীয় তলায় "জীবন বীমা সেবা কেন্দ্র" নামে একটি আধুনিক সেবা কেন্দ্র চালু করা হবে। এ সেবা কেন্দ্রের ডিজাইন করাসহ যাবতীয় কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের প্রকৌশল ও সম্পত্তি ডিভিশন গ্রহণ করবে।

৮। মুজিব বর্ষ উদযাপনকালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রধান কার্যালয়সহ টাওয়ার ভবন ও সকল রিজিওনাল অফিসের সম্মূখভাগে ডিজিটাল স্ক্রিনের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হবে। বিষয়টি প্রধান কার্যালয়ের প্রকৌশল ও সম্পত্তি ডিভিশন বাস্তবায়ন করবে।

৯। মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে বহুল প্রচারিত ২টি জাতীয় পত্রিকা ও বিটিভিসহ অন্য একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনপূর্বক বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে। এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগ (এক মিনিটের TVC তৈরীসহ) যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১০। মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ২০২০ সালের ১ম বর্ষ ব্যবসায় সর্বোচ্চ ব্যবসা সংগ্রহকারী এজেন্ট থেকে ডিএম-১ পর্যন্ত মোট ৭টি ক্যাটাগরিতে ১জন করে মোট ৭ জনকে ১৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে "বঙ্গবন্ধু স্বর্ণ পদক" প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে এজেন্ট থেকে ডিএম-১ পর্যন্ত বর্তমান লক্ষ্যমাত্রার উপর অতিরিক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে। এ বিষয়ে কমিটি গঠন ও একটি নীতিমালা তৈরীসহ যাবতীয় কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ডিভিশন গ্রহণ করবে।

১১। জীবন বীমা কর্পোরেশনের ওয়েব সাইটের হোম পেইজে শুভেচ্ছাসহ বঙ্গবন্ধুর ছবি বছরব্যাপী প্রদর্শণ করা হবে। এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি ডিভিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১২। জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে মিল রেখে ১৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিঃ তারিখে প্লাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুনসহ র‍্যালি নিয়ে ৩২নং ধানমন্ডিতে অবস্থিত বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হবে। প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন ডিভিশন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৩। ১৭ মার্চ, ২০২০খ্রিঃ থেকে ১৭ মার্চ, ২০২১ খ্রিঃ পর্যন্ত মুজিব বর্ষে জাতীয় দিবসগুলিতে সরকারি কর্মসূচির সাথে মিল রেখে জীবন বীমা কর্পোরেশন জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালন করবে। প্রধান কার্যালয়ের প্রশাসন ডিভিশন এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪র্থ পাতায় দ্রষ্টব্য।

১৪। কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর/ডিভিশন কর্তৃক ব্যয়ের খাতওয়ারী প্রাক্কলন প্রস্তুত করতঃ অত্র কমিটির সদস্য-সচিব বরাবর আগামী ২৮-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।

৩.০ পরিশেষে, সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোহাম্মদ মাহফুজুল হক)
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
এবং
আহ্বায়ক।

অনুলিপি: সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। সকল জেনারেল ম্যানেজার, প্রধান কার্যালয়, জীবীক-
২। সকল রিজিওনাল ইনচার্জ, জীবীক-
৩। কমিটির সদস্যবৃন্দ- জনাব
৪। পি.এস টু চেয়ারম্যান, পরিচালনা বোর্ড, জীবীক- চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
৫। সংশ্লিষ্ট নথি
৬। মহানথি

(কাজী বাহাউদ্দীন)
ম্যানেজার-ডিআরও
এবং
সদস্য-সচিব ও ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা।

২। প্রস্তাবিত ‘বঙ্গবন্ধু সার্বজনীন পেনশন বীমা স্কীম’ ১ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ এর পূর্বেই চালু করার কার্যক্রম সম্পাদন করে এর মাধ্যমে নতুন নতুন গ্রাহক সৃষ্টি করতে হবে। এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের টেকনিক্যাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫। বীমাগ্রহীতাগণের মধ্যে যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন অর্থাৎ যাদের মরণোত্তর দাবী পরিশোধিত হয়েছে সেসব পরিবারের মধ্যে যারা আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল তাদের মেধাবী সন্তানগণের মধ্যে যারা মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন এদের মধ্য থেকে বাছাই করে সর্বমোট ৫০(পঞ্চাশ) জনকে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম রিজিওনে ১০জন করে এবং অন্যান্য প্রতি রিজিওনে ৫ জন করে) প্রতি পরিবারে ১ জনকে পরবর্তী ৫ বছর অর্থাৎ স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত অধ্যয়নকালে প্রতিমাসে টাঃ ১,০০০/- (টাকা এক হাজার মাত্র) বৃত্তি প্রদান করা হবে। এ কার্যক্রমে ৫ বছরে সর্বমোট টাঃ ৩৫,০০,০০০/- (টাকা পয়ত্রিশ লক্ষ মাত্র) ব্যয় হবে। জুলাই, ২০২০ মাস হতে এ বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রধান কার্যালয়ের উন্নয়ন ও টি.এ ডিভিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪। কর্মপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর/ডিভিশন কর্তৃক ব্যয়ের খাতওয়ারী প্রাক্কলন প্রস্তুত করতঃ অত্র কমিটির সদস্য-সচিব বরাবর আগামী ২৮-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।